জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০·০—

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৬ই চৈত্র বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 19th Mar. 1952 | ৪৩শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

ভীম-একাদশী

—•—

মোড়লদের হরিদাস বাল্যকাল হইতেই অলস প্রকৃতির। সেইজন্য সে কোন পরিশ্রমসাধ্য কাজ পছন্দ করিত না। তার কুড়েমির জন্য কোথাও তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চাকরী মিলিল না। পরিশেষে এক বৈষ্ণব গোস্বামী প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। প্রভু যখন ভক্ত শিষ্যগণের বাঞ্ছা পূর্ণের জন্য প্রবাসে গমন করিতেন, হরিদাস তাঁহার তল্পিদারের কাজ করিত। শিষ্যগণ প্রভুর ভোজনের জন্য যথাসাধ্য উপাদেয় খাদ্যের আয়োজন করিত। প্রভুর তল্পিদার হরিদাসও প্রভুর ভোজনান্তে সমস্ত সুখসেব্য দ্রব্যাদির অংশ প্রসাদ বলিয়া সভক্তি গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিত। খাটুনি বলিতে এক শিষ্যের বাড়ী হইতে অন্য শিষ্যের বাড়ী প্রভুর সামান্য ওজনের বুচকিটী বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত। যখন শিষ্যবাড়ীতে পাওনা জিনিষপত্তরে বোঝা ভারী হইত, তখন এ গ্রামের শিষ্যরা প্রভুর দ্রব্যাদি গ্রামান্তরের গুরুভাই এর বাড়ী পৌছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিত। কাজেই হরিদাসের মেহনত কিছুই করিতে হইত না।

প্রভুজী একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করিতেন না। সেদিন শিষ্যগণ প্রভুর জন্য লুচি, মোহনভোগ, নানা-বিধ মিষ্টান্ন, যে সময়ের যে ফল যেমন আম, কাঁঠাল, আনারস, কদলী, নানাপ্রকার গব্য—যেমন ছানা, মাখন, ক্ষীর ইত্যাদি আয়োজন করিত। হরিদাস প্রভুর দেখাদেখি আহ্নিক করিত, মালা জপ করিত। একাদশীর দিন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত নিরম্বু থাকা তাহার ধাতে সইতোনা বলিয়া একাদশীর ব্রত তখনও গ্রহণ করে নাই। কি স্বগৃহে, কি প্রবাসে শিষ্যালয়ে একাদশীর অপরাহ্ণে ভোজনের আয়োজন দেখিয়া হরিদাস একাদশীর ব্রত গ্রহণ করিবার সংকল্প করিল। প্রভুর নিকট করজোড়ে নিবেদন করিল—প্রভু, জীবনে তো কোন পুণ্যকর্ম্ম এ নরাধম দ্বারা হইবার নয়, তবুও প্রভুর চরণ প্রান্তে যখন স্থান লাভের সৌভাগ্য দাসের মিলিয়াছে, তখন এ দাসকে আগামী একাদশীর দিন হইতে ব্রতারম্ভের আদেশ দিয়া ধন্য করিতে আজ্ঞা হয়। প্রভু তথাস্তু বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

পরবর্ত্তী একাদশীর দিন হরিদাস আর প্রত্যূষে মুড়ির বাটি ও গুড়ের লালসা ত্যাগ করিয়া বৈকালে একাদশী ব্রত উদ্‌যাপনের বিরাট আয়োজনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব একাদশীর মত কোনও উদ্যোগ না দেখিয়া সায়ংকালে প্রভুপাদ সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল—দেবতা! আজ কই একাদশীর কোন উদ্যোগ আয়োজন দেখছি না? প্রভু একটু মৃদু হাস্যের সহিত শিষ্য হরিদাসকে বলিলেন—আজ ভীম-একাদশী—আজ একবিন্দু জলও পান করা নিষেধ। এই বলিয়া একটী বচন আওড়াইলেন—

শয়ন, উত্থান, পাশমোড়া,
তারপর এই ভীমে ছোঁড়া,
ক্ষেপার চৌদ্দ ক্ষেপীর আট,
এই নিয়ে কাল কাট।
তা যদি না পারিস্—
ভগার খালে ডুব মারিস্।

বচনটী ব্যাখ্যা করিলেন—

শয়ন-একাদশী, উত্থান-একাদশী, হরির পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও ভীম-একাদশীতে নিরম্বু উপবাস বিধি। ক্ষেপার চৌদ্দ অর্থাৎ শিব-চতুর্দ্দশী, ক্ষেপীর আট অর্থাৎ মহাষ্টমীতে নিরম্বু উপবাস বিধি। এ সব যে না পারে, তাহার জন্য ভগার খাল অর্থাৎ ভগীরথের আনীতা গঙ্গায় স্নান করিয়া সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইবার ব্যবস্থা আছে।

হরিদাস প্রভুর কথায় অন্যান্য একাদশীর মত উপাদেয় খাদ্যের পরিবর্ত্তে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিবেদন করিল—প্রভু! নির্জ্জলা উপোস ক'রে যদি প্রাণেই মরবো তো পুণ্য ভোগ করবে কে? এই বলে ভগার খালে ডুব দিয়ে এসে এক বাটি মুড়ি ভিজিয়ে ভীম-একাদশী উদ্‌যাপন করিয়া ধাতস্থ হইল।

বৈষ্ণব নামধারী হরিদাসের গুরুর নির্দ্দেশ ও তদনুসারে কার্য্য করার প্রবৃত্তি দেখিয়া ভারতের রাজনৈতিক নেতা এবং তাঁহার নির্দ্দেশ আর তাঁহাকে যাঁহারা জাতির জনক বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং পিতৃ-সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের ভাষায় বাপুজী বলিয়া ডাকিতেন, তিনি আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হওয়ার পর তাঁহার চিতা-ভস্ম মহাড়ম্বরের সহিত তীর্থে তীর্থে অর্পণ করিয়া স্মৃতিরক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া দিল্লী রাজঘাটে ও ব্যারাকপুরে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া বৎসর বৎসর তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবসে স্ব স্ব ভাবোচ্ছ্বাস দেখাইয়া অর্ঘ্য প্রদান করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন, তাঁহার নির্দ্দেশ—এই কাঙাল দেশে কেহই ৫০০৲ টাকার অতিরিক্ত মাসিক বেতন যেন না গ্রহণ করেন—এই নির্দ্দেশ যেন সকলের পক্ষে হরিদাসের ভীম-একাদশীর মত কঠোর বলিয়া মনে হইয়া পড়িয়াছে। ভক্ত বক্তারা অনেক বক্তৃতা করেন, কিন্তু এই কথাটা কেহ ভুলিয়াও উল্লেখ করেন না।

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিম বাঙলার প্রথম গবর্ণর (বর্ত্তমান ভাষায় রাজ্যপাল) হইলেন জাতির জনকের বৈবাহিক মহাশয়। তিনি বর্ত্তমানে যে পেন্‌সন পান তাহাও ৫০০৲ টাকার চেয়ে ঢের বেশী।

আজ বাঙলার রাজ্যপাল বাঙলার সুসন্তান মাননীয় ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার মাসিক বেতন ৫৫০০৲ টাকা। মাত্র ৫০০৲ টাকা লইয়া বাকী ৫০০০৲ এই কাঙাল দেশের চিকিৎসালয়ের নার্সগণের সুশিক্ষার জন্য প্রদান করিয়া বাঙলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার ৬ মাসের বেতন হইতে ৩০০০০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি খৃষ্টধর্ম্মোপাসক। তাঁহার ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক পাপীর উদ্ধারের জন্য ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া আত্মদান করিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম্মোপাসনাও সার্থক। তিনি ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার শিক্ষকতাজ্জিত বহু টাকা স্বধর্ম্মীয় শিক্ষার্থিগণের শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্পণ করিয়াছেন। মহাত্মা যীশুখৃষ্টের সহিত মহাত্মা

গান্ধীর আশীর্ব্বাদ রাজ্যপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর বর্ষিত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দাতা শতং জীবতু।

ধূমপায়ীরা সতর্ক হউন !

ধূমপান সম্পর্কে কেপটাউনের ডাঃ জে, মিবাশান যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি ঠিক হয়, তবে ধূমপায়ীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। 'দি প্র্যাকটিশনার' নামক বৃটিশ পত্রিকায় লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি ধূমপানকে কতকগুলি রোগের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন :—যাঁহারা বেশী মাত্রায় ধূমপান করেন তাঁহারা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অনিদ্রা রোগে ভোগেন। একটা চুরুটে যে পরিমাণ য়্যালক্যালয়েড রহিয়াছে, তাহা যদি ইনজেকশন করিয়া রক্তে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা দুইজন লোককে মারিবার পক্ষে যথেষ্ট।

২০ বৎসর বয়সের ধূমপান একটা মৌজ। ৩০ বৎসর বয়সে তাহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়ায়। ৪০ বৎসর বয়সে তাহা ক্ষতিকর অথচ অপরিহার্য্য নেশায় দাঁড়ায়। ৫০ বৎসর বয়সে তাহা হয় বিষাক্ত। ক্যান্সার ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার গোলযোগ সুরু হয় ৫৫ বৎসর বয়সে। ৫ বৎসর বাদে তাহা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

ধূমপানের ফলে দৃষ্টিশক্তিরও ক্ষতি হইতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত ইহা অন্ধত্বেরও কারণ হইতে পারে। তামাক চারায় যে আর্সেনিক দেওয়া হয়, তাহার ফলে চামড়া ফুলিয়া যাইতে পারে এবং আঙ্গুল পচনও হইতে পারে।

যাঁহারা ধূমপান করেন এবং যাঁহারা করেন না, এইরূপ একদল লোকের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাতে দেখা গিয়াছে যাঁহারা ধূমপান করেন না তাঁহাদের শতকরা ৪৩৯ জন ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছেন। যাঁহারা অল্প ধূমপান করেন, তাঁহাদের মধ্যে ৪১৪ জন মাত্র সেই বয়স পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারিয়াছেন।

ডাঃ মিবাশান বলেন, একটা সাংঘাতিক কিছু না ঘটিলে কেহ ধূমপান ত্যাগ করে না। কিন্তু তখন হয়তো আর সর্ব্বনাশ এড়াইবার পথ থাকে না।

পরিপূরক খাদ্য

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে অনুষ্ঠিত কৃষি, শিল্প প্রদর্শনীতে "জঙ্গিপুর মহিলা সংঘের" উদ্যোগে পরিপূরক খাদ্যের একটী ষ্টল খোলা হইয়াছিল। চাউল ও গমজাত দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য জিনিষের সমিশ্রণে স্বল্পব্যয়ে খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছিল। অনেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা এই ষ্টলে আহার করিয়াছিলেন। খাদ্যাভাবের সময় পরিপূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী অনুকরণ করিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। উক্ত সংঘের সভ্যাগণের কর্ম্মতৎপরতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সরকারী অর্থ সাহায্য

সাময়িক অর্থ সঙ্কট কাটাইয়া উঠিবার জন্য ৮২নং কাশীপুর রোডস্থ নর্থ সুবার্বন হাসপাতালকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এককালীন ১০০০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের বহির্বিভাগের বাড়ীর উপর দোতলা ও তিনতলা তুলিয়া ২০০ রোগীর বিছানা এবং আসবাব ও অন্যান্য জিনিষপত্রের বন্দোবস্ত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিট্যুটকে এককালীন ২ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। গত বৎসরও এই উদ্দেশ্যে উক্ত ইনস্টিট্যুটকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

বেলডাঙ্গা কৃষি প্রদর্শনী

গত ৪ঠা মার্চ্চ মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক শ্রী জে, সি, তালুকদার ১০ম বার্ষিক বেলডাঙ্গা কৃষি ও পশু প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীটি ৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত খোলা ছিল। জেলার অধিবাসীরা দলে দলে এই প্রদর্শনী দেখিতে আসেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন।

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে আগামী ১৯৫২ সালের (শনিবারে) ১৯।৪।৫২ তারিখে বেলা ১ ঘটিকার সময় বহরমপুর কোর্টে মালখানায় যাজেয়াপ্ত বন্দুক, গুলি বারুদ ইত্যাদি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট ইন্ চার্জ্জ
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

স্বাস্থ্য-শ্রী

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত 'স্বাস্থ্য-শ্রী" পাক্ষিক পত্রিকার সাধারণতন্ত্র দিবস সংখ্যা পাইয়াছি। পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।

বসন্ত রোগ

রঘুনাথগঞ্জের সন্নিকটস্থ আইলের উপর গ্রামে ব্যাপকভাবে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। প্রায় বাড়ীতেই ২।৩ জন লোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

স্থলশুল্ক বিভাগের তৎপরতা

গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পক্ষে স্থলশুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীরা ওয়ারিশ ও বেওয়ারিশ প্রায় ৪২০৬০৲ টাকার মাল আটক করেন। ধৃত জিনিষপত্রের মধ্যে কাঁচের মালা, জাপানী ছাপা কাপড়, ফাউণ্টেনপেন, গন্ধদ্রব্য, পেন্সিল, টর্চ্চলাইট ইত্যাদিই প্রধান। গত জানুয়ারী মাসে মোট ৮,৫৮,৫২৭৲ টাকার শুল্ক আদায় হয়। রপ্তানি শুল্ক বাবদ আদায় হয় ৬০৬৪৩৬৲ টাকা, কৃষি-উৎপাদন সেস বাবদ ৪২০২৯৲ টাকা আমদানী শুল্ক বাবদ ১৮৮২২৪৲ টাকা এবং জরিমানা ও বিবিধ খাতে ২১৮৩৮৲ টাকা আদায় হয়। (সরকারী বিজ্ঞপ্তি)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১শে এপ্রিল ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৩৮৯ খাং ডিঃ মহান্ত মনোহর দাস দেং ওসমান বিশ্বাস দিং দাবি ৪২৮৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে শিমুলতলা ৩৮ শতকের কাত ৭।/৬ নিজাংশে ৩৷৵৯ আঃ ২৫৲ থং ৮২

৪৩৭ খাং ডিঃ ঐ দেং আব্বাস আলি বিশ্বাস দিং দাবি ৫৯৮৶৬ থানা ঐ মৌজে খড়কাটি ১৩-৩৫ শতকের কাত নিজাংশে ৬৶৮ আঃ ৪০৲ রায়ত স্থিতিবান

৪৪১ খাং ডিঃ ঐ দেং কামু মণ্ডল দিং দাবি ২৪/৯ থানা ঐ মৌজে পিয়ারাপুর ২-৭৭ শতকের কাত ৪৷/৯ আঃ ১৫৲ থং ৯১

৪৩৫ খাং ডিঃ ঐ দেং সরলাবালা বর্ম্মণ্যা দাবি ৫৬।৶৬ মৌজাদি ঐ ২৭-৭৩ শতকের কাত ১৮।৶৯ আঃ ৪০৲ থং ২৬৪।২৬৫

৪৩৮ খাং ডিঃ মহান্ত মনোহর দাস দিং দেং সরলাবালা বর্ম্মণ্যা দিং দাবি ৬৪।৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খড়কাটি ২০-২১ শতকের কাত ২০।/০ আঃ ৩৫৲ থং ১৭৮।১৭৯।১৮০

৫২৯ খাং ডিঃ সেবাইত শঙ্করপদ মুখোপাধ্যায় দেং ভগবতীপ্রসাদ মিশির দিং দাবি ৫১৫৯ থানা সুতী মৌজে চক বাহাদুরপুর ৫-৭৬ শতকের কাত ১৩৷০ থং ৫৪

৭১১ খাং ডিঃ জয়ন্তিবালা দেবী দিং পক্ষে একজিকিউটার গৌরীচরণ চৌধুরী দেং প্রকৃতিভূষণ চৌধুরী দাবি ২৪৷৵০ থানা সুতী মৌজে মহেশাইল ৪৭ শতকের কাত ২৮৶৪ আঃ ২৮৲ থং ৮৬১

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৩৭ খাং ডিঃ কালীপদ সিংহ দিং দেং নেশমহম্মদ বিশ্বাস দাবি ১৮৷৶৩ থানা সুতী মৌজে দফাহাট ২।৩।০ জমির কাত ২।৵১০ আঃ ৫৲ থং ৫৮৯

৬৪ খাং ডিঃ বিশ্বনাথ সিংহ নাবালক দিং দেং মেঘবরণী দাসী দাবি ৩৭৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহাজাদপুর ২ একরের কাত ১২৲ আঃ ১০৲ থং ৮৭, ৮৮, ৮৯ রায়ত স্থিতিবান

৬৮ খাং ডিঃ কণিকারাণী দেবী দেং এসারুদ্দিন সেখ দিং দাবি ২৭।/৯ থানা সুতী মৌজে ইচলিপাড়া ৪৭ শতকের কাত ২৶৩ আঃ ১০৲ থং ৪১১ রায়ত স্থিতিবান

৬৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৭/৬ মৌজাদি ঐ ১৩০ শতকের কাত ৯৮০ আঃ ১৫৲ থং ৪০৯ ঐ স্বত্ব

৭০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩০৮৶০ মৌজাদি ঐ ২৭ শতকের কাত ২৮২ আঃ ১০৲ থং ৪১০ ঐ স্বত্ব

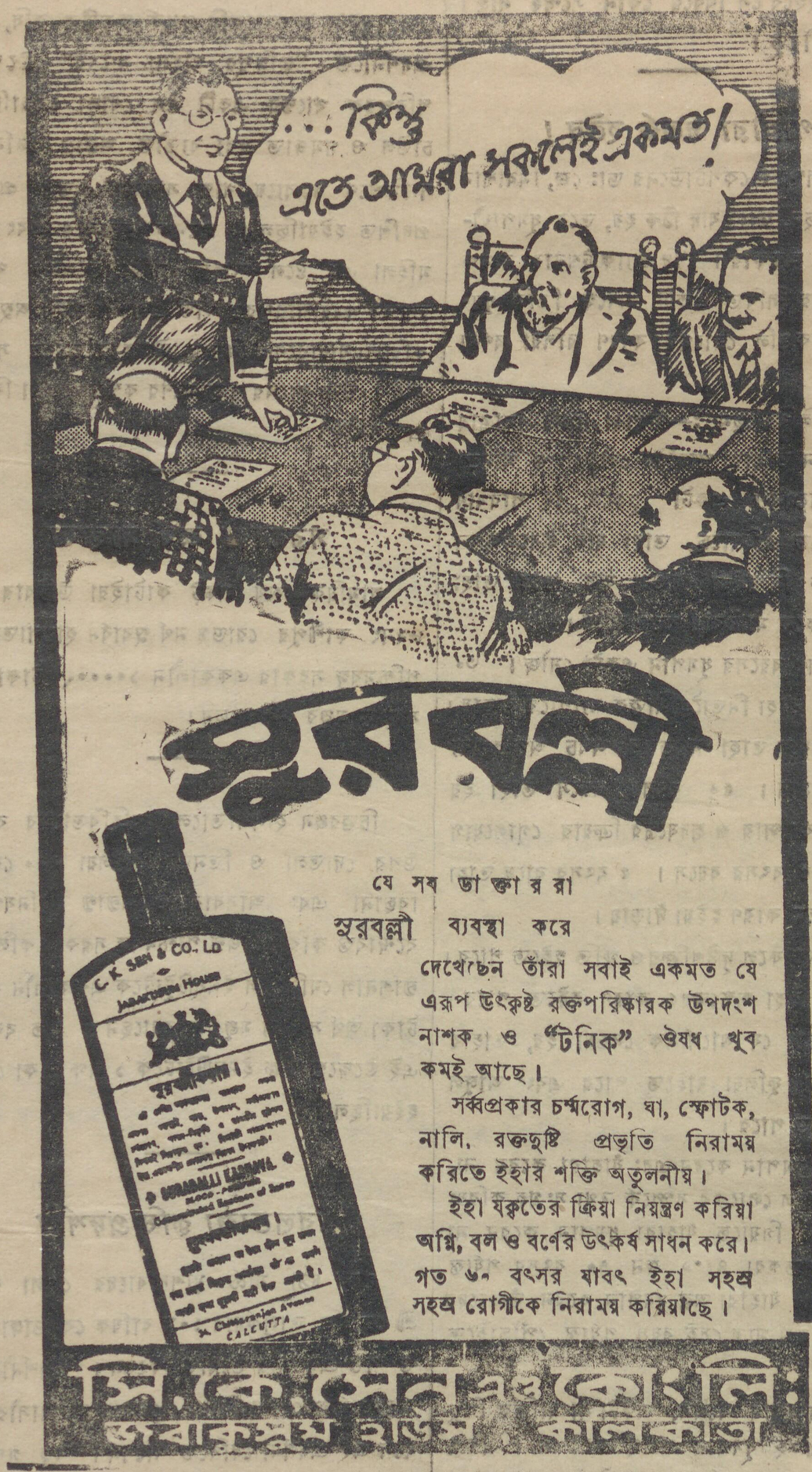

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত